

এ বার জেলে বসেও মিলবে বিরিয়ানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুষ্মনগর:
গ্যার্টের কড়ি খরচ করলে জেলে বাসেই
মিলবে বিরিয়ানি। সঙ্গে চিকেন কমা।
কিবা বিকালে ইচ্ছে হলে পাওয়া
যাবে গরম গরম পোঁসা ওঠা শিজাড়া।
ফ্রায়ড রাইস, চাউমিন, চাইলে
মিলবে তা-ও।

তবে হ্যাঁ, এর জন্য খুঁজতে হবে
না পিছনের রাস্তা। 'খুঁশি' করতে হবে
না সংশোধনগারের কোনও কর্মীকে।
কারণ কালীপুজোর দিনই কুষ্মনগর
সংশোধনগারে আবাসিকদের জন্য
চালু হচ্ছে ক্যাফিন। সেখানেই মিলবে
নানা সংস্থার শুকনো খাবার থেকে
ওরু করে রেস্তোরাঁয় মেলে এমন সব
জিতে জল আনা খাবার।

কুষ্মনগর জেলা সংশোধনগারের
সুপার স্পন শোব বলেন, "আমরা
চাই সংশোধনগারের আবাসিকরাও
তাদের একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি
পানা। তার জন্য আমরা মেমন ফুটবল
টুর্নামেন্টের আয়োজন করছি।
তেমনই ক্যাফিন চালু করতে চলেছি।
সে জন্য সাজাগ্রাণ্ড আবাসিকদের
নিয়ে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী করা
হয়েছে।"

সংশোধনগার সূত্রে জানা
গিয়েছে, ১০ জন সাজাগ্রাণ্ড
আবাসিককে নিয়ে একটি স্বনির্ভর
দল গঠন করা হয়েছে। যারা বিভিন্ন
রকম রান্নায় ওস্তাদ, তাঁরাই চালাবেন
এই ক্যাফিন। লাভের ৫০ শতাংশ

পাবেন তাঁরা আর বাকি ৫০ শতাংশ
চলে যাবে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিজনার্স
ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'-এ।
কিন্তু এই ক্যাফিন চালাতে গেলে
তো প্রয়োজন পুঁজির? সেটা আসাবে
কোথা থেকে?

সংশোধনগার
কর্তৃপক্ষের

দাবি, প্রতিটি সাজাগ্রাণ্ড আবাসিক
সংশোধনগারের ভিতরে কাজের
জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পানা।
সেটা জমা থাকে সংশোধনগার
কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁদের সক্ষিত সেই
পারিশ্রমিকের টাকা নিয়েই দল জন
সাজাগ্রাণ্ড আবাসিক ক্যাফিন চালু
করছেন।

সেই ক্যাফিন থেকেই অপেক্ষাকৃত
কম দামে মিলবে নানা রকম খাবার।
এর আগে এই ধরনের ক্যাফিন চালু
হয়েছে আলিপুর, দমদম, প্রেসিডেন্সি-
সহ মেদিনীপুর, বহরমপুরের

মত জেলায়
সংশোধনগারের।
কোনও কোনও
সংশোধনগারে এই ক্যাফিনের
আয় হচ্ছে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা।
অন্তত এমনটাই দাবি করছেন

সংশোধনগার কর্তৃপক্ষ। কুষ্মনগর
সংশোধনগারের এই পরিমান
লাভ হবে, আশা করছেন তাঁরা।
সংশোধনগারের এক কর্তার
কথায়, "কেন লাভ হবে না? আরে

ভাল খাবার তো খেতে ইচ্ছা করে
সকলেরই। আমাদের সংশোধনগারের
ভিতরে যে খাবার মেওয়া হয়, তার
খাদ সে খুব আহমারি না, সেটা
কম-বেশি সকলেরই জানা।" তিনি
আরও বলেন, "পরিবারের লোকজন
যখন দেখা করতে আসেন, তখন তাঁরা
হয়তো হাতে করে কিছু শুকনো খাবার
নিয়ে আসেন। খুব বদল বা খাদ বদল
বলতে এইটুকুই।" তাঁর কথায়, "সে
সবও যে খুব সুস্বাদু খাবার হয়, তা
নয়। বিকট কিবা কেব। হয়ত কেউ
দিয়ে যায় চিড়ে ভাজার প্যাকেট,
চানচুর।"

শুধু কি তাই? দিনের একটা বড়
সময় তাঁরা চাইলেও খাবার পান না।

দুপুরের খাবার আসে বেলা একটা-
দুইটা নাগাদ। আর রাতের খাবার
মিলে যায় পঁচিটায়। সেই খাবার
নিয়ে ঢুকে পড়তে হয় নিজের নিজের
ওয়ার্ডে। ফলে এই ধরনের ক্যাফিন
হলে, অনেকেই সেখান থেকে খাবার
কিনে খেতে পারবেন। মনে করছেন
সংশোধনগার কর্তৃপক্ষ।

আর কয়েকটা দিন। তার
পর সংশোধনগারের ভিতরে
আবাসিকদের হাতে যত্ন করে পোঁতা
বেল আর জুইফুলের গজের সঙ্গে
মিলেমিলে একাকার হয়ে যাবে
বিরিয়ানি-চাউমিনের গন্ধ। সেই
অশোকাতেই সংশোধনগারের প্রায়
হাজার খানেক আবাসিক।

